চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২১.০৯.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশকে গড়তে ভূমিকা রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের : মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশকে দূর্নীতিমুক্ত, সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়তে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তবে তারা আগামী দিনে দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সম্মাননা ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।মেয়র ডা. শাহাদাত বলেন, শিক্ষকরা শিক্ষার মূল ভীত। তাঁদের হাত ধরেই তৈরি হয় আদর্শ মানুষ। শিক্ষা শুধু পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য নয়, বরং একজন মানুষকে মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে নিবেদিত হওয়ার জন্য। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকের সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়।নারীশিক্ষায় গুরুত্বারোপ করে তিনি আরও বলেন, আমি সর্বদা চেষ্টা করি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে পাশে থাকার। আজকের শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা ও নৈতিকতার শিক্ষায়ও গুরুত্ব দিতে হবে। নারীশিক্ষার প্রসার যত বাড়বে, সমাজ তত বেশি আলোকিত হবে।মেয়র আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আজকের ছাত্রীরাই আগামী দিনে দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। তারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করবে। শিক্ষার আলোয় আলোকিত মেয়েরা হবে জাতির সম্পদ। দেলোয়ার হোসেন ও শাহপার আনজুমানের উপস্থাপনায় এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অভিভাবক প্রতিনিধি অধ্যক্ষ জনাব জয়নাল আবেদীন, অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ আরিফ উল হাছান চৌধুরী, শিক্ষক প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলী জাফর সাদেক, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা (দিবা শাখা) জনাব খাদিজা বেগম, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা (প্রাতঃ শাখা) রাজিয়া বেগম, খুরশীদ জাহান, নাজনীনসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

'ডোর টু ডোর' প্রকল্পের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শর্ত মেনে কাজ করতে হবে: মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ‘ডোর টু ডোর’ প্রকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারিত শর্ত মেনে সেবা না দিলে কার্যাদেশ বাতিল করা হবে বলে সতর্ক করেছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে পরিচ্ছন্ন বিভাগের সাথে মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে মেয়র বলেন, “কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগ এসেছে। সেবা নিশ্চিত করতে না পারলে তাদের চুক্তি বাতিল করা হবে। প্রয়োজনে ডোর টু ডোর প্রকল্প বন্ধ করে পূর্বের নিয়মে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। যে প্রকল্প সেবা নিশ্চিত করে জনগণের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবেনা তা প্রয়োজনে বন্ধ করে দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করব। কোম্পানিগুলো যাতে চসিকের কর্মীদের দিয়ে কাজ না করে নিজস্ব কর্মী দিয়ে কাজ করে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।”তিনি আরও বলেন, “নগরের বিভিন্ন এলাকায় ময়লা পড়ে থাকার অভিযোগ পেয়েছি। পরিচ্ছন্ন কর্মীরা যদি সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে ময়লা থাকার কথা নয়। যেসব ওয়ার্ডে ঠিকমতো পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের বদলি করা হবে। আমি সরেজমিনে পরিদর্শন করব এবং যেখানে দুর্বলতা দেখব, সেখানে ব্যবস্থা নেব।”মেয়র পরিচ্ছন্ন কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, “ডোর টু ডোর প্রকল্প আপনাদের সহযোগিতা করার জন্য চালু করা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, আপনারা গা ছাড়া ভাব দেখাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, আপনারাই আমার মূল শক্তি। শহর পরিষ্কার রাখা আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব। কোনো জায়গায় ময়লা পড়ে থাকতে দেখলে দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে।”সভায় প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে যন্ত্রপাতি ও তদারকি ঘাটতির বিষয়টি তুলে ধরেন। আরো উপস্থিত ছিলেন ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মাসহ পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. নছরুল কদিরের সংবর্ধনায় ডা. শাহাদাত হোসেন

কানে পেন্সিল রাখে বলে বাকলিয়াবাসীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার সুযোগ নেই

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বাকলিয়ার মানুষের কানে পেন্সিল থাকতো বলে একসময় চট্টগ্রামের একজন রাজনৈতিক নেতা ঠাট্টা তামাশা করতো। অথচ ২০১০ সালের মেয়র নির্বাচনে বাকলিয়ার তিন ওয়ার্ডে সদ্য বিএনপিতে যোগ দেওয়া মনজুর আলম আওয়ামী লীগের প্রার্থী মহিউদ্দিন চৌধুরীকে ২০ হাজার ভোটে পরাজিত করেছিল। তাই এখন কানে পেন্সিল রাখে বলে বাকলিয়াবাসীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার সুযোগ নেই। কারণ এখন বাকলিয়ার সবাই শিক্ষিত। এখানে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, উপাচার্য নছরুল কদির এবং চট্টগ্রামের মেয়র সবাই বাকলিয়ার। বাকলিয়াবাসী যেটা সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই বাস্তবায়ন হয়। বাকলিয়াবাসী সংসদ সদস্যও বানাতে পারে, মেয়রও বানাতে পারে। তিনি শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বাকলিয়া মজিদিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা মাঠে বাকলিয়ার কৃতি সন্তান চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর অধ্যাপক ড. এস এম নছরুল কদিরকে গ্রাম কল্যাণ মিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া গুনীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, শহীদ জিয়া এক সময় বলেছিলেন, আট কোটি মানুষের ষোলো কোটি হাত। এখন আমাদের ষোলো কোটি মানুষ, অর্থাৎ বত্রিশ কোটি হাত দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। যখন এ ধরনের চিন্তা ও প্রবণতা সমাজে বিকশিত হবে, তখনই দেশের জন্য বাস্তব উন্নয়ন সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, বাকলিয়া থেকেই তাঁর শিক্ষাজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। বাকলিয়ার আলো বাতাসে বেড়ে ওঠার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, আমি ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত বাকলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছি। এরপর বাকলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ এবং পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করেছি। রাজনীতির পথচলাও শুরু হয়েছে এখান থেকেই। নিজের রাজনৈতিক পথপরিক্রমা তুলে ধরে মেয়র জানান, বাকলিয়া থানা বিএনপি'র সদস্য সচিব থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে মহানগর বিএনপি এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে সারা বাংলাদেশের একমাত্র নির্বাচিত মেয়র হিসেবে কাজ করছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, আল্লাহ আমাকে যে সুযোগ দিয়েছেন, তা মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানোই আমার লক্ষ্য। আমার একটি সিগনেচার, একটি ফোন কল বা একটি অনুরোধে যদি কারও উপকার হয়, সেটাই আমার কাছে বড় অর্জন। তিনি আরও বলেন, ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে, দুর্নীতির ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই আমি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। আজকে আপনারা গর্ব করে বলতে পারেন বাকলিয়ার একজন সন্তান এখন নগরীর মেয়র। এই গর্ব আপনাদের, আমার নয়। মেয়র তাঁর চলমান উদ্যোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, আমি ক্লিন, গ্রিন, হেলদি ও সেফ সিটি গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। নগরীর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে আধুনিকায়ন, ডাক্তারদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও কর্ণফুলী নদীর দূষণ রোধে কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত আছে। সবশেষে মেয়র বলেন, আমি চাই সবাই একসাথে কাজ করি। আপনাদের সহযোগিতা থাকলে বাকলিয়াসহ সমগ্র চট্টগ্রামকে একটি সুন্দর, সবুজ, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ নগরীতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে। গ্রাম কল্যাণ মিশনের আহবায়ক ডা. মহীনুর মর্তুজা আলম ছাদীর সভাপতিত্বে ও মুহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং মোহাম্মদ ওয়াসিমের পরিচালনায় এতে সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. এস এম নছরুল কদির। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. সোহেল মফিজ, এম ই বি গ্রুপের পরিচালক মো. খোরশেদ আলম, গ্রাম কল্যাণ মিশনের সদস্য সচিব কে এম মন্জুর হোসেন, বিএনপি নেতা আব্দুল আজীজ, ইসমাঈল বাবুল, মো. আলমগীর, নুরুল হোসাইন, আব্দুল মতিন কোম্পানি, আব্দুল মান্নান, জাহাঙ্গীর ফরিদ, নাসির উদ্দিন প্রমূখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮